প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের
সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান
উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম
সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস
প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন
প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব
প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা
নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম
ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
সুশান্ত ঘোষ বরিশাল
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা
গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান
এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

২১ ভাদ্র ১৪২১ ■ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১৫

প্রচ্ছদ : হাবিবুর রহমান

গুম প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন
মেঠো বক্তৃতা নয়, চাই দায়িত্ববোধ

৩০ আগস্ট শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক গুম দিবস। নাগরিকদের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে এ দিনটিতে মানুষ আবারো বাংলাদেশে সংঘটিত গুমের সামগ্রিক চালচিত্রের মুখোমুখি হয়েছে। রাষ্ট্র যখন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দানব হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রের যখন মনে হয় মানুষের মত প্রকাশের অধিকার নেহাতই এক বাহুল্যজনক ব্যাপার– গুম, খুন তখন বাড়তে থাকে। সারাবিশ্বেই এখন গুমের ঘটনা বাড়ছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে জাতিসংঘ ২০০২ সাল থেকে শুরু করে ২০০৬ সালের দিকে এসে প্রণয়ন করেছে গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ। ইংরেজিতে যার নাম ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর প্রটেকশন অব অল পারসন্স অ্যাগেইনস্ট এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। ২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক এ সনদ কার্যকর হয়েছে এবং ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ৪৩টি দেশ আন্তর্জাতিক এ সনদ গ্রহণ করেছে, স্বাক্ষর করেছে ৯৩টি দেশ। কিন্তু বাংলাদেশ ওই তালিকায় নেই।

গুম, খুনে ভরা বাংলাদেশ ওই সনদে স্বাক্ষর করবে না কিংবা ওই সনদ গ্রহণ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। একটি মানবাধিকার সংগঠনের দাবিমতে, গত সাড়ে পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট অবধি দেশে ১৫০ জন গুমের শিকার হয়েছেন। আন্তর্জাতিক গুম দিবসে একটি নাগরিক সংগঠন জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজন করেছিল গুম বিষয়ক সম্মেলন। স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন অনেকে। তাদের মর্মস্পর্শী বিবরণ ও কান্না ছুঁয়ে গেছে সবার হৃদয়। গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে। অথচ এর দায় নিতে রাজি নয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। এমনকি গুমের তদন্ত করার ক্ষেত্রেও ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে তারা। সব মিলিয়ে তাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে জনগণের আস্থার সঙ্কট।

সরকার গুমের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছে, অথচ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমে আসার পাশাপাশি গুমের ঘটনার ক্রমবৃদ্ধি থেকে পরিষ্কার, একটির বিকল্প হিসেবে অন্যটিকে বেছে নেয়া হয়েছে। সরকারের লুকোচুরি খেলা ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যতের– রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করে ফেলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সুশাসনকে নির্বাচনী ইশতেহারে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এলেও সরকারি দলের ভূমিকা এক কথায় অগ্রহণযোগ্য। আমরা চাই, সরকার ও সরকারের মন্ত্রীরা এ ক্ষেত্রে মেঠো বক্তৃতা না দিয়ে দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটাবেন।